মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াতের প্রার্থী বিজয়ী

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন আহমেদ খান ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

চুয়াডাঙ্গায় ৭৯ হাজার টাকা সহ জামায়াত নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের রিজিয়া খাতুন প্রভাতী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ৭৯ হাজার টাকা রাখার অভিযোগে জামায়াতের এক ওয়ার্ড সভাপতিকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তাকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। আটক ব্যক্তি হলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি শরিফ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণ চলাকালে কেন্দ্রের ভেতরে তার কাছে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা থাকার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নজরে আসে। এ সময় তার কাছে থাকা ৭৯ হাজার টাকা জব্দ

করা হয়। পরবর্তীতে তাকে আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরতরা তাকে টাকাসহ আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন ধারায় মামলা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

মেহেরপুরে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনের ২১৩ টি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। নির্বাচনে পুলিশ, আনছার, র্যাব, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃংখলা রক্ষায় মাঠে রয়েছেন।

সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ আসনে ১২৩ টি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন। প্রার্থী রয়েছেন ৪ জন। এরা হলেন- বিএনপি’র মাসুদ অরুন, জামায়াত জোটের তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি-সিপিবি প্রার্থী মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে তিন জন প্রার্থী রয়েছেন। এর হলেন-বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত জোট প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকি।

এ আসনটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৭০৫ জন। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৯০টি।

কে হাসবেন বিজয়ের হাসি, কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে হাসবে বিজয়ের হাসি। সেই ক্ষণে উপস্থিত ভোটাররা। মেহেরপুর -১ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মাসুদ অরুন না কি তাজ উদ্দীন আহমেদ বিজয়ী হবেন দিন পার হলেই ভোটের ফলাফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। একই ভাবে মেহেরপুর-২ আসনেও আমজাদ হোসেন নাকি নাজমুল হুদা একই চিত্র ভোটের মাঠে। তবে নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে, মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ভোট দেবেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন ভোট দেবেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। এছাড়া সিপিবি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমান ভোট দেবেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ ভোট দেবেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে।

এদিকে, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী ভোট দেবেন দেবিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট পেবেন।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে পাঠানো হলো ভোটের মালামাল

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মোট ৩৫৪ টি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনি সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

বুধবার নিজ নিজ আসনের উপজেলা পরিষদ থেকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের এ সকল সরঞ্জামাদি প্রদান করেন। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় আনসার সদস্যদেরকেও নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা- ১ আসনে ১৮০ টি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ১৭৪ টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, অমোচনীয় কালি, সীলপ্যাড ও সীলসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নানা নথিপত্র হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২টি, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯১টি, জীবননগর উপজেলায় ৫৯টি এবং আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১১২টি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের এ সকল নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উপজেলা পরিষদ থেকেই আনসার সদস্যদেরকে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করা হয়। সদর উপজেলার ২২২ জন আনসার সদস্যকে ১টি শটগান ১০টি রাবার বুলেট ১০টি সীসা বুলেট এবং ১টি বুলেট ক্যারি ব্যাগ প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত আরা জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২ টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে কেন্দ্রের নিরাপত্তায় কঠোর অবস্থানে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তিনি জানান, জেলার দুটি সংসদীয় আসনে ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের সাথে থাকবে সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ব্যাটেলিয়ান ও র্যাব।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের ভোট কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতেও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের একটি কেন্দ্রের ২ এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ, প্রিজাইডিং অফিসার বদল

ঝিনাইদহ-৪ আসনের (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) সলিমুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে দাড়িপাল্লা ও ধানের শীষ প্রতিকের ২এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার রাত ৮ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫ নং ভোট কেন্দ্র সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

এ কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী জেসমিন আরা।

উদ্ধারকৃত রেজাল্ট শিটে ওমর ফারুক দাড়িপাল্লা প্রতীকের পোলিং এজেন্ট হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানিয়েছে জামায়াতের নির্বাচনী পরিচালক মাওলানা ওলিউর রহমান। একই সঙ্গে জিল্লুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকের পোলিং এজেন্ট ছিলেন বলেও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা জানান, খবর পেয়ে কেন্দ্রে এসে পোলিং এজেন্ট স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ করা হয়েছে এবং সেগুলো ছিড়ে ফেলে নতুন রেজাল্ট শীট তৈরি করার জন্য বলা হয়েছে। তিনি আরও জানান, দাড়িপাল্লা ও ধানের শীষ প্রতিকের ২ পোলিং এজেন্ট ২৩টি রেজাল্ট শীটে স্বাক্ষর করেছিল। এছাড়া প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব থাকা জেসমিন আরা’কে বদল করে নতুন প্রিজাইডিং হয়েছে ।

এ ঘটনার পর থেকে কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিজওয়ানা নাহিদ।

ঝিনাইদহে ভোট কেন্দ্রে পাঠানো হলো নির্বাচনী মালামাল

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে ৫’শ ৮৮টি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনী মালামাল। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে জেলার ৬টি উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসারের হাতে ব্যালট পেপারসহ বাকি উপকরণ বুঝে দেওয়া হয়।

ব্যালট পেপার, বাক্স, অমোচনীয় কালি, মার্কার ছিলসহ অন্যান্য সামগ্রী পুলিশি নিরাপত্তায় প্রতিটি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলায় ৪টি আসনে ভোট কেন্দ্র আছে ৫’শ ৮৮টি। এর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২’শ ৩৭ টি। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ৩’শ ৯৩ জন। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে মোট ২১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ জানান, ভোট গ্রহন নিরাপদ ও সুষ্টু করার জন্য জেলার ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১১ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে রয়েছেন ৭ হাজার ৬’শ ৪৪ জন আনসার সদস্য, ১ হাজার ৬’শ ৪৪ জন পুলিশ সদস্য, ১ হাজার ২৯ জন সেনাবাহিনীর সদস্য, র্যাবের ৪৮ জন সদস্য, বিজিবির ২’শ ২২ জন সদস্য। এছাড়া ১২ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্ট্রাইকিং ফোর্স দায়িত্ব পালন করবেন।

দুটি আসনের অতিগুরত্বপূর্ণ ২৭টি সেন্টার, নির্বাচন সুষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের সঙ্গে মতবিনিময় কালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের দুটি আসনে ২১৩টি কেন্দ্র ও ২টি পোস্টাল ভোট কেন্দ্রসহ ২১৫টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। প্রার্থী ও সকলের সহযোগীতায় এ জেলায় সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত ভোটের আগে যেধরণের অপরাধ ও আশঙ্কা থাকে সেগুলো কিছুই দেখা যায়নি। তাই আমরা মনে করি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আমরা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে পারবো।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সেনাবাহিনী লে. কর্ণেল হাসান মাহমুদ সৌরভ, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী নিরাপত্তায় বিজিবির ৯টি প্লাটুন, র্যাবের ৪টি প্লাটুন, ২৫০ জন সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ২৫টি মোবাইল টিম, ১০টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও হেল্পলাইন ৯৯৯ সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় বলেন, আমরা অতিগুরত্বপূর্ণ (ঝুকিপূর্ণ) হিসেবে দুটি আসনে ২৭টি সেন্টারকে চিহিৃত করেছি। এই

২৭টি সেন্টারে বডি অন ক্যামেরাসহ পুলিশ কর্মকর্তা থাকবে। এছাড়া সকল সেন্টারে যাতে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় সেভাবে আমরা সজাগ আছি।

এদিকে, সকাল থেকে বিভিন্ন সেন্টারে ব্যালটবাক্স, অমোচনী কালীসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সরবরাহ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুরে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হচ্ছে ব্যালট বক্স ও সরঞ্জাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে ব্যালট বক্স, ব্যালট পেপারসহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় জেলার তিনটি উপজেলায় একযোগে এ কার্যক্রমের সূচনা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী সরঞ্জাম হস্তান্তর করেন।

এ সময় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বাবু হকসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬০৮ জন। জেলায় মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ২১৩টি।

এর মধ্যে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে ভোটার রয়েছেন ৩ লাখ ১৩ হাজার ২১৬ জন এবং ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১২৩টি। অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৬৭ হাজার ৩৯০ জন এবং ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৯০টি।

মেহেরপুরে জেলা ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিম জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন করছে।

পরিদর্শনকালে টিমের সদস্যরা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসহ সব নির্বাচনী কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। নির্বাচন যাতে ভয়মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্যে প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তারা সর্বদা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বলে জানানো হয়।

এ সময় টিমের সদস্যরা জানান, জেলার কোথাও আইনশৃঙ্খলার অবনতি কিংবা কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের কোনো তথ্য বা ঘটনা ঘটলে দ্রুত ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের সদস্যদের জানাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান তারা।